১০।

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 23 JUL 199[illegible]

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৮

বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তা এসোসিয়েশনের ধর্মঘট

গত রোববার থেকে ৪ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশনের আহ্বানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্মকর্তারা ধর্মঘট করছেন। ধর্মঘটের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি নিয়ে বিপাকে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তা এসোসিয়েশনের চার দফার মধ্যে রয়েছে সিনেট ও সিন্ডিকেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদেরকে প্রতিনিধিকরণ, চাকরির বয়স ৬৫ বছরকরণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের সমান স্কেল প্রদান প্রভৃতি।

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করতেই হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারাও পদ্ধতিগতভাবে ধর্মঘট করার ব্যাপারে ছাত্রদেরকে অনুসরণ করতে শুরু করেছেন। আজকাল বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন যেভাবে তালা মেরে ধর্মঘট করে কর্মকর্তা এসোসিয়েশনও একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনে তালা মেরে 'সহজ' ধর্মঘট করছে। অর্থাৎ এসব দাবির প্রতি সমর্থন আছে কিনা, দাবির জন্যে ধর্মঘট করতে হবে কিনা? এই নীতির পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্মকর্তাদের সমর্থন রয়েছে কিনা? সমর্থন থাকলেও কতটা রয়েছে? ধর্মঘটের পক্ষে কত ভাগ, বিপক্ষে কত ভাগ কর্মকর্তা এসব বিষয়ে মতামতের কোন চিত্র কিন্তু পাওয়া যায় না 'তালা মারা ধর্মঘট' থেকে। বরং এটাই বোঝা যায় এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ কোনরকম মতামত যাচাই না করেই নিজেদের সিদ্ধান্ত কর্মকর্তাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্থবিরতা সৃষ্টি করেছেন। জিম্মি করে দাবি আদায়ের এই কৌশল কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

কর্মকর্তা এসোসিয়েশনের দাবির মধ্যে রয়েছে সিনেট ও সিন্ডিকেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নিতে হবে। দাবিটি কতটা যুক্তিসঙ্গত? জন্ম থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলছে সিনেট ও সিন্ডিকেটে কর্মকর্তাদের প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলছে ৭৭ বছর ধরে। এখন এমন কি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, সিনেটে এবং সিন্ডিকেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নিতেই হবে? ব্যাপারটা কি এরকম দাঁড়ায় না যে, সিনেটে এবং সিন্ডিকেটে প্রতিনিধি পাঠানোর নামে আরো কয়েকজন নেতা তৈরি হবে– যারা কাজ না করেই বেতন নেবেন, নেতৃত্বের নামে প্রভাব বিস্তার করবেন এবং প্রয়োজনে–অপ্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে জিম্মি করবেন। আমরা মনে করি না এর কোন প্রয়োজন রয়েছে।

চাকরির বয়সসীমা বাড়ানোর ব্যাপারটি জাতীয় নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত। কোন একটি প্রতিষ্ঠানে এককভাবে এটি কার্যকর হবে না, হওয়া উচিতও নয়। জাতীয় ভিত্তিতে যদি এই নীতিমালা গৃহীত হয় তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারাও এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন না। শিক্ষকদের সমান বেতন স্কেল প্রদানের দাবিটিও বাস্তবতার নিরিখে যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য কিনা সেটা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষই বিবেচনা করবেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তাদের যে সমস্যা নেই তা নয়। যে দেশের সর্বত্রই সমস্যা সে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্মকর্তাদের সমস্যা থাকবে না কেন? নিশ্চয়ই আছে। সমস্যা সমাধানের নামে বিশ্ব–বিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনকে জিম্মি করে আন্দোলন–ধর্মঘট করা কোন অবস্থাতেই মেনে নেয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকারী নন। তারা ধর্মঘট করতে পারেন না। এই আলোকে তাদের এই ধর্মঘট বেআইনিও বটে।

আমরা আশা করব বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তা এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের মাঝে সুবুদ্ধির উদয় হবে। তারা জিম্মি করা ধর্মঘট প্রত্যাহার এবং তাদের আশু সমস্যাগুলোকে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করবেন। এমন কিছু তারা করবেন না যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।